

গানতনু ও ডোট

শাইখ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি হাফিজাহুল্লাহ



গনতন্ত্র ও ভোট

শাইখ আবু কাতাদা ফিলিস্তিনি হাফিজাহুন্নাহ



[আত-তিবয়ান ম্যাগাজিনে বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত শাইখ এর একটি খুতবা থেকে নেয়া
হয়েছে]

অনুবাদের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার জন্য, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর উপর এবং তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবীগণ এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর সকল অনুসারীর উপর।

অতঃপর

আমরা আত-তিবয়ান প্রকাশনী, অত্যন্ত আনন্দের সাথে শাইখ আবু কাতাদাহ উমর ইবনে মাহমুদ আবু উমর আল ফিলিস্তিনের সাথে রেকর্ডকৃত একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব এখানে পরিবেশন করছি। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা শাইখকে কারামুক্ত করুন। এই পরিবেশনায় প্রায় চল্লিশটি প্রশ্নোত্তর গোছানো হয়েছিল, যা অনেকগুলো পর্বে পরিবেশন করার কথা ছিল। শাইখ প্রথম পর্বটি সম্পন্ন করার পর আর বাকিগুলো করতে পারেননি, কারণ তিনি গ্রেফতার হন এবং এখন পর্যন্ত বন্দী রয়েছেন। অনুবাদ এর সাথে আরবী রেকর্ডিংও পাওয়া যাচ্ছে, যা দ্বারা সকল আরবী ভাষাভাষী পাঠকরা উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ্।

রেকর্ডিং এর অনুবাদের পাশাপাশি আমরা টিকা যোগ করেছি যা অনুংটিকা আকারে আসবে, যেহেতু এটি কোন রচনা নয় বরং একটি অডিও রেকর্ডিং এর অনুবাদ; তাই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে শাইখ একটি শব্দ বলেছেন অথবা একটি বাক্য শুরু করেছেন, তারপর অন্য বাক্যে চলে যাচ্ছেন। আমাদের সামর্থ্যের সর্বোত্তম চেষ্টা করেছি এর শাব্দিক অনুবাদ করার। এর ফলে এই গ্রন্থের অনেক অংশ, বিশেষ করে বাক্যের শুরুগুলো মনে হতে পারে অপ্রাসঙ্গিক।

আমরা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার কাছে দু'আ করি যেন, তিনি শাইখ এবং তাঁর সাথে সকল কারারুদ্ধ মুসলিম মুসলিমীনদের মুক্ত করেন এবং তাঁকে পুরস্কৃত করেন, এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে চেষ্টা করার কাজে সময় ব্যয় করার জন্য। সেই সাথে পুরস্কৃত করেন অন্যান্য সকলকে যারা এই কাজ প্রচার করে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহবানের মহান কাজে নিয়োজিত আছেন।

মহান আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহর, জগতের সকল উত্তম ও শুদ্ধতম প্রশংসা তাঁর জন্য। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সৃষ্টির সেরা মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর, তাঁর পবিত্র পরিবার, তাঁর গুর-আল-মায়ামিন^১ সাহাবীগণ এবং কেয়ামত পর্যন্ত তাদের উত্তম পথনির্দেশনার অনুসারীদের প্রতি।

অতঃপর,

দারুত-তিবয়ানের আমাদের ভাইয়েরা আমার কাছে কিছু প্রশ্ন নিয়ে আসেন এবং এই গরীব বান্দাকে অনুরোধ করেন সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে। অতঃপর সেগুলো লিপিবদ্ধ করে আমার নিকট হস্তান্তর করেন। আমি আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আ লার কাছে প্রার্থনা করি যেন, তিনি আমাকে বিষয়গুলোর সত্যতাকে পরিস্কার করতে সাহায্য করেন এবং আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা যা পছন্দ করেন এবং সম্ভুষ্ট হন সেই ধরণের কাজ এই বান্দাকে করার তাওফিক দান করেন।

আমি আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি যেন, তিনি ভাইদের উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন এবং এ ভাই থেকে তাদের যে আশা ও তার সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন, সেজন্য আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেন।

^১ আল-গুর আল-মায়ামিনঃ এই বাক্যাংশের আক্ষরিক অর্থ, “রহমতপ্রাপ্ত সাদা একজন”।সাদা একজন..... এটা আবু হুরাইরার একটা হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে [মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা তার উপর সম্ভুষ্ট হোন], রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “বস্তুত পুনরুত্থান দিবসে অজুর কারণে আমার উম্মাহকে গুররান মুহাজ্জালিন হিসেবে ডাকা হবে”- বুখারী, মুসলিম এবং অন্যগুলো হতে বর্ণিত। গুররান মানে হচ্ছে এমন যা ওজ্জল্যের কারণে ঘোড়ার কপালে জ্বলতে থাকে এবং মুহাজ্জালিন মানে হচ্ছে এমন ওজ্জল্য বা সাদা যা ঘোড়ার খুরে জ্বলতে থাকে।

প্রথম প্রশ্নটি ছিল, সম্মানিত শাইখ, যারা সংসদীয় নির্বাচন ব্যবস্থা এবং এর বৈধতা প্রচার করে, তারা নতুন একটি সংশয় নিয়ে এসেছে যার উপর ভিত্তি করে তারা নির্বাচন ও ভোট প্রদানকে জায়েজ বলে থাকে এবং এই সংশয় একটি হাদিসের উপর ভিত্তি করে, যার উদ্ধৃতি নিচে উল্লেখ করছিঃ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী উম্মে সালামা বিনতে আবি উমাইয়া ইবনে আল-মুগাহিবাহ বলেনঃ “আমরা যখন আল-হাবশার যমীনে এসে পৌঁছলাম আমাদের নিরাপত্তা দিলেন সর্বোত্তম প্রতিবেশী, নাজ্জাসি। এরপর তিনি (উম্মে সালামা) বলেন, আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা এরূপই ছিলাম (শান্তি এবং নিরাপত্তায়), যতক্ষণ না একজন তার সামনে এসে দাঁড়াল-অর্থাৎ, তার রাজত্বের বিষয়ে বিরোধিতা করল। আল্লাহ সাক্ষী, সে কি নাজ্জাসিকে পরাজিত করে কিনা এ ভয়ে তখনকার মত কখনও এত শোকাহত হইনি, কারণ অন্য কেউ নাজ্জাসির মত আমাদের অধিকার প্রদান করবে না। অতঃপর নাজ্জাসি সেই ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশে রওনা হলেন। দুই দলের যোদ্ধাদের মাঝখানে নীল নদের প্রশস্ততার সম পরিমাণ দূরত্ব ছিল। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথীরা বললেন, কে হবে সেই ব্যক্তি যে ঘটনাগুলো প্রত্যক্ষ করবে এবং আমাদের জন্য সংবাদ নিয়ে আসবে? জুবায়ের বিন আওয়াম বললেন, আমি যাবো। তিনি ছিলেন স্বল্প বয়স্কদের একজন। তাঁর জন্য একটি ঢালু প্রস্তুত করা হল। সেটিকে বুকুর নিচে দিয়ে তিনি সাঁতরাতে লাগলেন, যতক্ষণ না নীল নদের সেখানে পৌঁছলেন যেখানে লোকেরা জড়ো হয়েছিল। তিনি ততদূর ভিতরে গেলেন, যেখান থেকে তিনি তাদের দেখতে পাচ্ছিলেন। উম্মে সালামা বলেন, আমরা আল্লাহর কাছে নাজ্জাসির জন্য দোয়া করতে লাগলাম, যাতে তিনি শত্রুর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন এবং শত্রুর উপর বিজয়ী হতে পারেন। আমরা তার সাথে উত্তম পরিবেশে ছিলাম, যতক্ষণ না আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ফিরে এলাম, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মক্কাতে ছিলেন।”

প্রশ্নকারী বলেন, ইমাম আহমাদ এবং বায়হাকী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনাটি আহমেদ থেকে, ইবনে ইসহাক হতে, তিনি বলেন; যুহরী আমাদের বর্ণনা করেন (হাদীসানা) উম্মু সালামা থেকে, আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আল হারিব ইবনে হিসাম হতে।^২

তাদের মতে এটিকে প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে, নাজ্জাসি তখন কাফের থাকার পরও তাঁরা আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন, যেন সে ভূমিতে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায় আর যদি দু'আ সর্বোচ্চ সমর্থন হয়ে থাকে, তাহলে ভোটদানের মত আরও অনুরূপ বিষয়গুলো আরও বেশী গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে। অতঃপর তারা বলে, যদি তোমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণে নিষেধ কর, তাহলে কি কোন ব্যক্তিকে ভোট দেয়ার বদলে তার জন্য এই দু'আ করা বৈধ হবে যে সে যেন এই আসন থেকে জয়লাভ করে? প্রথমত উপরোক্ত হাদিসকে নির্বাচন ও ভোটদানের ক্ষেত্রে ব্যবহারের বিষয়ে আপনার মতামত চাচ্ছি এবং এই সংসদীয় নির্বাচনে ভোটদানকে যারা অনুমোদিত মনে করেছেন, তাদের সাথে আমাদের সঠিক অবস্থান কি হবে?

জাযাকাল্লাহু খায়ের।

সাফল্য একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে, আর আমার বক্তব্য হচ্ছে নির্বাচনের বিষয়টা হচ্ছে একটি নতুন উদ্ভাবিত বিষয়, আধুনিক এবং নতুন ঘটনা থেকে উদ্ভূত একটি বিষয়।

কোন বিষয় ফাতওয়া দেওয়ার পূর্বে আগে সেটাকে বুঝতে হবে এবং এর মূলে ফিরে যেতে হবে। এখানে মূলে ফিরে যাওয়া বলতে বুঝানো হচ্ছে যে বিষয়ে ফাতওয়া দেওয়া হবে সে বিষয় সম্পর্কে এর উদ্ভাবনকারী কি বলেন ও কিভাবে বলেন তা বুঝতে হবে। মুফতি অথবা

^২ এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে বর্ণনা করেন এবং আল-ওয়াদীর “আস-সহীহুল-মুসনাদ” এ #১৬৭২ হাসান হিসেবে, এবং “মুসনাদে আহমদ” এর আহমেদ শাকির এর তাখরীজে ৩/১৮০ এবং অনুরূপ ‘সহীহ’ হিসেবে স্বীকৃতি মিলেছে।

বক্তার কল্পনা অনুযায়ী নয়; বরং (যে এটি উদ্ভাবন করেছে এবং ব্যবহার করেছে) তার পরিভাষা অনুযায়ী বিহিত করা জরুরী। তাই প্রথমেই আমাদের জানা প্রয়োজন যারা নির্বাচন ও ভোটদান বিষয়টি উদ্ভাবন করেছে এবং যারা এটি ব্যবহার করছে তাদের কাছে বিষয়টি কিরূপ? তারপর আমাদের জানতে হবে এই বিষয়ের উপর মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার বিধান কি, আলিমগণ যা জানেন সেই অনুযায়ী ইজতিহাদের পদ্ধতি কি অথবা আলিমগণের মতামতই বা কি?

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নির্বাচনের বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে এবং সংশয়পূর্ণ ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন সংশয় সৃষ্টি করছে এবং এটি জানা কথা যে, এই সংশয় বাস্তবে কখনও শেষ হবে না।^৩

মানুষ এটি নিয়ে অনেক কথা বলেছে এবং সুদৃষ্টি সম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তির নিকট এটা স্পষ্ট যে, এই নির্বাচনের বিষয়টিকে একটি যন্ত্র অথবা মাধ্যম হিসেবে দেখা হয় না, বরং এটিকে দেখা হয় একটি আকিদা বা বিশ্বাসের প্রতিফলন হিসেবে। গণতন্ত্র নামক আকিদাতে বিশ্বাসের বাস্তব প্রতিফলন হচ্ছে নির্বাচন পদ্ধতি। এই আকিদাকে তারা ভাবাদর্শ বলে চালানোর চেষ্টা করছে।

সুতরাং এটিই হচ্ছে বিষয়। তাই আমরা যদি ভিত্তিটা (গণতন্ত্র) বুঝতে পারি তাহলে সেই সময়ে এর শাখা-প্রশাখাকে (নির্বাচন) বুঝতে আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। কিছু আলোচনা আমি প্রায়ই শুনে থাকি শুধু নির্বাচনের বিষয়ে, এমন এমন বিষয়ে আলোচনা করা হয় যা এর বাস্তবতা ও মূল থেকে অনেক দূরে। এটি হচ্ছে গোপন করা এবং তা মন্দের মধ্যে शामिल। আরো যথাযথভাবে বলা যায় যে, এটা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি।

^৩ গণতন্ত্রের অগ্রগতির বিষয়ে বিদ্যমান সবচেয়ে প্রচলিত, সমন্বিত এবং যুক্তিখন্ডনের জন্য, সন্দেহ নিয়ে আলোচনার জন্য, আত তিবয়ান পাবলিকেশনের “The Doubts Regarding The Rulings of Democracy in Islam” বইটি দেখতে পারেন।

নির্বাচন হচ্ছে একটি মাধ্যম। কিন্তু তা কিসের মাধ্যম? এটা কিসের বাস্তব প্রতিফলন ঘটায়?

আমরা জানি যে নির্বাচন হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি। তাহলে গণতন্ত্র কি? গণতন্ত্র হল এমন একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা যা মানুষকে ‘সিয়াদাহ’ এর অনুমতি দেয়। সিয়াদাহ হচ্ছে সার্বভৌমত্ব, হুকুম, নিয়ন্ত্রণ, প্রভুত্ব, আধিপত্য, বিধান নির্ধারণ এর ক্ষমতা। সিয়াদাহ হচ্ছে সর্বোচ্চ পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব যার উপর কোন কর্তৃত্ব নেই। যার অধিকার আছে আইন প্রণয়নের- এটিই হচ্ছে সিয়াদাহ। তারা বলে সিয়াদাহ হচ্ছে মানুষের জন্য, সিয়াদাহ জাতির জন্য।

তাই এই সিয়াদাহ, যা হতে উৎসারিত হয় আইন প্রণয়নের অধিকার, আইন প্রণয়নের কর্তৃত্ব, বিচারের কর্তৃত্ব, অতঃপর কার্যকরণের কর্তৃত্ব- তাহলে এগুলো মানুষের ইচ্ছের ভিত্তিতে হতে হবে এবং তার উপর ভিত্তি করে, যা মানুষ চায় এবং সমর্থন করে।

গণতন্ত্র দুটি বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১. সংখ্যাগরিষ্ঠরা আইন প্রণয়ন করবে এবং এর মাধ্যমে সকলকে পরিচালনার পথ নিশ্চিত করবে।

২. সংখ্যালঘুরা তীব্রভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার চেষ্টা করবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনে আলোচনা – সমালোচনা করবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার হচ্ছে শাসন করা, আইন প্রণয়ন করা এবং বিষয়গুলো কার্যকরী করা এবং সিদ্ধান্তগুলো পরিচালনা করা। এটিই হচ্ছে গণতন্ত্রের ভিত্তি। তাই আমরা যেভাবে দেখি এটি সিয়াদাহ -এর অর্থকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

সেক্ষেত্রে নির্বাচন হচ্ছে মানুষের ইচ্ছের প্রতিফলন। কিভাবে আমরা জানবো মানুষের কি ইচ্ছে? তারা বলে নির্বাচন এবং ভোটদানের মাধ্যমে মানুষের ইচ্ছা কি তা জানা যাবে।

সুতরাং ভোটদান হচ্ছে মানুষের ইচ্ছের কথা জানানোর একটি মাধ্যম, যার মাধ্যমে ব্যক্তি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানুষকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদানের পথে তার ইচ্ছের কথা জানানোর মাধ্যমে সহযোগিতা করে থাকে আর এমন সংসদীয় ব্যবস্থায় বর্তমানে আমরা আছি। তাই সংসদ হচ্ছে সেই কেন্দ্র যেখান থেকে অনেক বিষয় আসে, যার মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে আইন প্রণয়ন। অন্য কথায় বলতে গেলে, কোন কিছুকে হালাল মোড়ক দেয়া অথবা কোন কিছুকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া। এটিই হচ্ছে আইন প্রণয়নের (তালী’) অর্থ। আইন প্রণয়নের মানে কোন কিছুকে হালাল ঘোষণা করা এবং তার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়ার আইন অথবা কোন কিছুকে হারাম ঘোষণা করা এবং তার অনুমতি ছিনিয়ে নেয়া।

মানুষের দ্বারা নির্বাচিত এই কেন্দ্রের অধিকারের মধ্যে পড়ে আইন প্রণয়ন। এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলার অধিকার, তাঁর প্রভুত্বের (উলুহিয়াত) সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’আলার উলুহিয়াত এর শর্ত পূরণ হতে হলে হাকিমিয়াহর (হুকুম একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে) শর্ত পূরণ হওয়া পূর্বশর্ত।

“নিশ্চিতভাবেই সৃষ্টি তাঁর”

এটিই হচ্ছে তাঁর কর্তৃত্ব (রুবুবিয়াত)।

“সার্বভৌম ক্ষমতা তাঁর।”^৪

আর এটিই হচ্ছে উলুহিয়াত।

এবং যিনি ইলাহ, তিনিই হুকুম দেন। তাই আমরা যদি তর্ক করি, স্বতন্ত্রভাবে একজনকে হুকুম দেয়ার অধিকার আছে বলেই বর্ণনা করি, তবে সেটিই হবে আস-সাইয়িদ, যাকে

^৪ সূরা আল-আরাফ ৫৪

আনুগত্য করা হয়। যেমনটি ইবনে আব্বাস বলেন (মহান আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন) যে, আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেনঃ

“বলঃ তিনিই আল্লাহ, তিনি এক, একক।”

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা বলেন, আস-সাইয়্যিদ আল-মুতা' (যাকে আনুগত্য করা হয়)। আস-সাইয়্যিদ, যার কোন হুকুমকে অবহেলা করা যায় না, আল-মুতা', যার আদেশ কেউ অমান্য করতে পারে না।^৫

^৫ সূরা ইখলাস-১

^৬ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু ওয়াইল, শাকিক ইবনে সালামাহ, এবং আবু জাফর এই সূরার তাফসীরে বর্ণিত এই বাক্যাংশটি বর্ণনা করেছেন যা ইবনে জারির আত-তাবারীতে এবং ইবনে কাসীর (রহ.) ও এটাকে উল্লেখ করেছেন যারিদ ইবনে আসলাম হতে। আল-কুরতুবী (রহ.) ও সুফিয়ান হতে এটা উল্লেখ করেন। ইবনে তাইমিয়াহ তার “মজমুয়ায়ে আল-ফাতওয়া” এর খন্ড ৮/১৫০ তে ইবনে আব্বাসের এই উদ্ধৃতিটাকে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু এরপরই তিনি বলেছেন যে সালাফরা এই বাক্যাংশের মতই উদ্ধৃতি নিশ্চিত করেছেন। আশ-শাওকানি (রহ.)ও তাঁর ফাতহুল-কাদির” গ্রন্থের খন্ড ৫/৭৫৪ এটাকে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন। আলবানী তার তাখরীজ এর “কিতাবাস-সুন্নাহ” গ্রন্থের # ৬৬৬ এ ইবনে মাসউদের এই উদ্ধৃতিটাকে ইবনে অসীম এর দ্বারা দুর্বল বলেছেন। আলী ইবনে আবী তালিব হতে আলবানী তার “তাশিহি আল-আকাইদ” এর ১১৯ পৃঃ একই ধরনের একটি বাক্যাংশ উদ্ধৃতি করেছেন, কিন্তু এটা উল্লেখ করেছেন যে, এখানে একটি দুর্বলতা আছে এবং সনদে একটি ত্রুটি আছে। যাহোক, আলবানী তার তাখরীজ এর “কিতাব আস-সুন্নাহ” গ্রন্থের # ৬৭১ এ আবু ওয়াইল এর বর্ণনাকে সহীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এখন পর্যন্ত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে হাদীসটি এর চেয়ে শক্তিশালী এবং আস-সাইয়্যিদ আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা দিকে আরোপ করেছেন তা হলোঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আশ-শাকির হতে, তিনি বলেনঃ আমি বনু আমীর এর একটি প্রতিনিধিদলের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গমন করি, তখন আমরা বলিঃ “আপনি হচ্ছেন আমাদের সাইয়েদ”, কিন্তু তিনি বললেন, “আল্লাহই হচ্ছেন আস-সাইয়েদ.....” হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে আবু দাউদ, আহমাদ, বুখারীর “আল-আদাবুল মুফরাদ” সহ অন্যগুলোতে। হাদীসটি আশ-শাওকানিও তার ফাতহুল-কাদির” গ্রন্থের ১/৩৩৬

তাই এখন আমরা সংসদকে আস-সাইয়্যিদ হিসেবে বুঝি, অন্য কথায় ইলাহ হিসেবে। এবং এই নির্বাচন প্রতিনিধিত্ব করে সাইয়্যেদকে নির্বাচিত করার জন্য। এটাই যা তারা বুঝে, ইলাহ নির্বাচন।

গণতন্ত্রের মানসপুত্ররা এভাবেই ব্যাপারটাকে বুঝেছে এবং এর অনুসারীরা এভাবেই এতে সম্মতি জানিয়েছে। যেমনটি কিছু লোক কল্পনা করে যে, এটি সুবিধা অর্জন করার একটা উপায় বা রাস্তা মাত্র। অনেকে এভাবে ভেবে থাকেন যে ভোটদানের মাধ্যমে আমরা এমন এক শাসক নির্বাচন করবো যে উত্তম ভাবে শাসন করবে। এটি একটি অলিক স্বপ্ন মাত্র এবং গণতন্ত্রের মানসপুত্ররা কখনই গণতন্ত্রকে এভাবে ভাবে না। তারা এটাকে ইলাহ নির্বাচনের উপায় হিসেবেই দেখে।

সংসদ একটি আইন প্রণয়নের কেন্দ্র এবং এটি তত্ত্বাবধায়নের সংস্থা এবং এর আছে প্রভুত্বব্যঞ্জক দায়িত্ব। উদাহরণস্বরূপ, কিছু ব্যবস্থায় দেখা যায়, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে, তাদের অধিকার থাকে মন্ত্রীদের নিয়োগের এবং সেখান থেকে কর্তৃত্ব প্রয়োগের।

এগুলো হচ্ছে এমন বিষয় যা প্রথম শর্ত পূরণ হবার পর আসে। ইলাহ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রথম শর্ত পূরণ হলে পরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের অধিকার কততুকু, কাদের এই অধিকার রয়েছে এবং কিভাবে অধিকার বাস্তবায়ন হবে এই বিষয়গুলো আসে।

এবং ১১/৫৬৪৬ এ সহীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এটাকে আলবানী তার “সহীহ আবি দাউদ” এর #৪৮০৬ এ, সহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ এ #১৫৫ এ, “মিশকাতুল-মাসাবীহ” #৪৮২৬ এ, “ইসলাহুল-মাসাজিদ” ১৩৯ এ সহীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। “সহীহ মুসলিমের শর্তের উপর ভিত্তি করে” আল-ওয়াদী’র “আস-সহীহুল-মুসনাদ” #৫৭৮ এ এটাকে আরো সহীহ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আবু ওয়ালী’র উক্তিটি সহীহ বলে স্বীকৃত, আলবানী তার তাখরীজ এর “কিতাব আস-সুন্নাহ” গ্রন্থের # ৬৭১ এ এমনই বলেছেন।

তাহলে নির্বাচন কি? নির্বাচনের অর্থ হচ্ছে যে কোন কিছুকে হালাল এবং হারাম ঘোষণার ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের জন্য আমার ইচ্ছের প্রতিফলনে একজন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়ে আমি তার উপর সম্ভ্রষ্ট। এবং এটি সুস্পষ্ট যে, তা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র” সাথে সাংঘর্ষিক এবং সাংঘর্ষিক সেই মুসলিমের ইচ্ছের সাথে যে বলে, আমি নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যে উপস্থাপন করছি উলুহিয়ার মধ্য দিয়ে। অন্য কথায়, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আমি অন্য কাউকে গ্রহণ করি না, আমি আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা’আলা ব্যতীত অন্য কাউকে আইনদাতা হিসেবে গ্রহণ করি না। আমি আমার উপর কোন শাসককে গ্রহণ করি না, এই অর্থে শাসক বলতে সে নয় যে শাসন করে বরং আল্লাহ ব্যতীত যে হুকুম প্রণয়নের অধিকার রাখে। সমসাময়িক অনেকেই এটাকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করে থাকেন হাকিমিয়াহ হিসেবে।

অতঃপর তারা কেন এই বিষয়ে বিতর্ক করে? কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করা হয়?

আমরা কি এখন কাফিরকে সাহায্য করার বিষয়ে অনুমতি দেয়ার ব্যাপারে কথা বলছি?

আমরা কি এখন একজন কাফিরের পতাকার নিচে থেকে আরেকজন কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদানের বিষয়ে কথা বলছি?

তাহলে কেন আলোচ্য বিষয় থেকে সরে যাওয়া হচ্ছে?

যে বিষয়টি আমাদের সামনে আছে তা হলো, একজন ব্যক্তি তার রব (ইলাহ), প্রভু (সাইয়েদ), আইনদাতা (মুশরি’) বেছে নিচ্ছে। যেই এই বিষয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত হবার অনুমতি দেয়, সে আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা’আলার এ দ্বীনে অনেক বড় কিছু নিয়ে এসেছে।

কারণ, যে কোন প্রয়োজনের উপর দ্বীনের প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে, যেহেতু এই ব্যাপারে ঐক্যমত্য রয়েছে। দ্বীনের প্রয়োজনীয়তার উপর অন্য কোন প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার

দেয়া যাবে না, আশ-শাতিবি (রহ.)^৭ এমনই বলেছেন। কারণ, প্রয়োজন বিভিন্ন পর্যায়ে হয়, এবং দ্বীনের প্রয়োজনকেই প্রাধান্য দিতে হয়। নিজের নফস, ধন-সম্পদ, সম্মান, সন্তান-সন্ততি সকল কিছুর চেয়ে দ্বীনের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিতে হবে।^৮

^৭ তিনি হচ্ছেন আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মুসা ইবনে মুহাম্মদ আল-গিরানতি আল-আন্দালুসি, যিনি আশ-শাতিবি নামে পরিচিত। তিনি মালেকি মাযহাবের ইমাম। তিনি ৭৯০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি “আল-ইতিসাম” এবং “আল-মুওয়াফাত ফি উসুল আশ-শারীআহ” গ্রন্থের প্রণেতা।

^৮ আশ-শাতিবি বলেনঃ “যেহেতু উম্মাহ, বরং অবশিষ্ট মিল্লাত, পাঁচটি প্রয়োজনীয়তাকে সংরক্ষণ করার জন্য শারীআহকে রাখা হয় সেগুলো হচ্ছেঃ ধর্ম (আদ-দ্বীন), স্বকীয়তা (নাফস), সন্তান-সন্ততি (নাসল), ধন-সম্পদ (মাল), এবং জ্ঞান (আকল)।” “আল-মুওয়াফাত ফি উসুল-শারীআহ খন্ড ১/৩৮। এছাড়াও, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-হানাফী আল-হালাবি, যিনি ইবনে আমীরুল-হাজ্জ নামে পরিচিত (যিনি ৮৭৯ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন) বলেনঃ এবং সকল প্রয়োজনীয়তার মধ্যে দ্বীনের সংরক্ষণকে অন্যগুলোর উপর প্রাধান্য দিতে হবে, যেখানে সংঘর্ষ আছে, কারণ এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম লক্ষ্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ

“আমি জ্বিন এবং মানুষকে আমার ইবাদাত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি”। [সুরা আয যারিয়াত-৫৬]

এবং এছাড়াও এটা একটা লক্ষ্য এই কারণে যে (অন্য সকল লক্ষ্যের লক্ষ্য থাকে শুধু দ্বীনের স্বার্থে)। এবং এর সুফল হচ্ছে সকল সুফলের পরিপূর্ণতা, এবং এই সুফল সারা জাহানের রবের চিরস্থায়ী সুখ অর্জনের সবচেয়ে নিকটবর্তী হবার। এরপর নিজের বংশ (আন-নাসব) সংরক্ষণ, মান, ধন-সম্পদ এর চেয়ে স্বকীয়তা সংরক্ষণের অগ্রাধিকার দিতে হবে বেশী, দ্বীনের সুবিধাবাদির অন্তর্ভুক্তির কারণে, কারণ ধর্মীয় সুবিধাগুলো ইবাদাতের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব এবং তাদের অর্জন (ইবাদাতের কর্মকাণ্ড) স্বকীয়তার অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। এরপর বংশধারা সংরক্ষণকে বেশী অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, কারণ এটা শিশুর স্বকীয়তার অস্তিত্ব। কারণ, যিনার নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে বংশানুক্রম মিশে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই, তাই শিশুটি শুধু একজনের দিকেই ধাবিত হয়, ফলে তার পিতাকে সন্তানের দেখা শোনা ও তার স্বকীয়তার সংরক্ষণে অধিক মনোনিবেশ করে। অন্যথায়, শিশুটি অবহেলিত হতো এবং তার নিজের সংরক্ষণের অসামর্থ্যতার দরুন তার স্বকীয়তাও হারিয়ে যেতো। এরপর ধন-সম্পদের সংরক্ষণের চেয়ে জ্ঞানের সংরক্ষণকে বেশী অগ্রাধিকার দেয়া হয়, স্বকীয়তা হারানোর কারণে (চেতনা হারানোর সাথে সাথে স্বকীয়তাও স্বাভাবিকভাবে হারিয়ে যায়) মানুষ প্রাণীদের সাথে যোগ দেয় (তার

আমাদের সামনে এখন যে প্রশ্ন, যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা হলো সাহায্য করার বিষয়ে আলোচনা; একজন কাফিরের বিরুদ্ধে আরেকজন কাফিরকে সাহায্য করার অনুমতির ব্যাপারে।

এ ক্ষেত্রে রায় হলো যে, কাফিরকে সহযোগিতা করা যাবে না। যদি কতিপয় আলিমগণ এক কাফিরের বিরুদ্ধে আরেক কাফিরকে সহযোগিতা করার অনুমতি দেয় যদি এর মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য কোন সুফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাহলে সেই বিষয়টি ফিকহ^৮র অন্তর্ভুক্ত। কারণ তা রায়কে বাতিল করে দেয় না। অন্যদিকে, যারা একজন মুসলিমের বিরুদ্ধে কাফিরকে সহযোগিতা করা অনুমতিযোগ্য এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, আমি তাদের সেই সকল ফুকাহাদের অন্তর্ভুক্ত করব, যারা এই ফতোয়া দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছে। উদাহরণস্বরূপ, যারা আমেরিকাকে সহযোগিতা করার জন্য তালেবানদের বিরুদ্ধে অনুমতি দিয়েছে।

এটি অবশ্যই অনুমোদনযোগ্য নয়। কারণ সহযোগিতা মৌলিকভাবে আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত এবং আনুগত্য কেবলই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঈমানদারদের জন্য। কাফিরদের প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যিক।^৯

মানে হল, যদি মানুষ তার চেতনা বা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, কর্মে অদক্ষতা, সত্য ও মিথ্যের প্রভেদ তৈরি করতে না পারার দরুন সে তখন পশু হয়ে যায়) এবং এর হারানোর সাথে তার দায়িত্বও পতিত হয়ে যায়। এবং সেখান থেকে স্বকীয়তা হারানোর আবশ্যিকতার সাথে এটা হারানোও আবশ্যিক হয়ে যায় এবং এটা হলো পরিপূর্ণ রক্তপণ (যদি কোন ব্যক্তি অন্য কারও ক্ষতি করে এবং তার চেতনার ক্ষতি সাধন করে এবং যদি সে তাকে হত্যা করে তাহলে এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে রক্তপণ দেওয়ার জন্য সে দায়ী থাকবে)। এর পর সবার শেষে আসে ধন-সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়টি।” “আত-তাকরীর ওয়াত-তাহবীর ফি শারহি কিতাবিত-তাহরীর,” খন্ড ৩/২৩১।

^৮ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করার বিষয় সংক্রান্ত সমন্বিত আলোচনার জন্য, আত-তিবয়ান কর্তৃক প্রকাশিত “Ad-Dalail Fi Hukum Muwalat Ahl Al-IshrakÓ, Ò The

তাহলে আমাদের সামনে এমন একটি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে, ফিকহর কিছু কিতাবে যার উল্লেখ রয়েছে। যেমনটি বলা যায় আল-হায়ছামি^{১০} তাঁর আল ফাতওয়া আল হাদিছিয়া তে শাফী রহ. থেকে উল্লেখ করেছেন। তিনি এই কিতাবে কোন সুফল অর্জনের উদ্দেশ্যে এক কাফিরের বিরুদ্ধে আরেক কাফিরকে সাহায্য করা অনুমতিযোগ্য কি না এই বিষয় তুলে ধরেছেন এবং এই সম্পর্কিত আলিমগণের কিছু উক্তিও উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এই বিষয়টি হলো ফিকহ এর বিষয়।

কেউ এখানে বলতে পারে “আমি তাঁর (ইমাম শাফিঈ এর) অনুসরণ করলাম।” না, বরং প্রকৃতপক্ষে সে তাঁর অনুসরণ করছে না, বরং সে নিজে নিজেরই আনুগত্য করছে ...। সুতরাং তাদের এ দাবীর পক্ষে এটাকে দলীল হিসাবে ব্যবহার করার সুযোগ নেই। বাস্তবে যে প্রশ্নটি করা হয়েছে তাতেও কিছু ভুল লক্ষণীয়। যেমন প্রশ্নকারীর বক্তব্য ছিল, দু’আ হলো সমর্থনের সর্বোচ্চ স্তর, এটি মোটেও সঠিক নয়। কারণ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু’আ করেছিলেন উমর (রাঃ) এর জন্য যখন তিনি বলেছেন, “হে আল্লাহ! ইসলামকে ইজ্জত

Evidences For The Ruling Regarding Alliances With The InfidelsÓ By Imam Sulayman Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdil Wahhab and ÒAt-Tibyan Fi Kufri Man Aan Al-AmricanÓ, ÒThe Exposition Regarding The Disbelief of The One That Assists The AmericansÓ By Shykh Nasir Ibn Hamad Al-Fahd – এই বইগুলো পড়ে দেখতে পারেন।

^{১০} তিনি হচ্ছেন আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাজর আল-হায়সামী আল-মাক্কী আশ-শাফী। তিনি ৯০৯ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল-আযহার এ পড়িয়েছেন এবং ৯৭৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তার রচিত বইগুলোর মধ্যে এগুলো অন্যতম – আল বাদরুত ত্বালিউ বি-মাহাসিনি মান বা’দাল কারনিস সাবিয়ি’ –আশ সাওকানী, খন্ড. ১/১০৯. ‘আল ফাতাওয়া আল হাদিসিয়াহ’, আল ইনাফাতু ফী মা জা-আ ফিস সাদাক্বাতি ওয়াস সিয়াফাহ’, ‘আল ই’লামু বি ক্বাওয়াতিয়িল ইসলাম’, এবং ‘আস সাওয়াইক্বুল মুহরিক্বাতু আলা আহলিল রাফিদী ওয়ায যান্দাক্বাহ।

দাও দুই উমারের যে কোন একজনকে দিয়ে, হে আল্লাহ! ইসলামকে ইজ্জত দাও দুই উমরের মাধ্যমে।” আরেক রেওয়াতে যার ভিত্তি সহীহ, যদিও বা শব্দসমষ্টি ভিন্ন।”

সুতরাং তার জন্য দু’আ করা কি ইসলাম সমর্থন করে? দু’আ যে কোন দৃষ্টিতে হলো সমর্থনের সর্বোচ্চ স্তর, এই বক্তব্য একটি মিথ্যে (বাতিল) বক্তব্য। যখন আমরা দু’আ করি কাফিরকে পথপ্রদর্শনের জন্য, তখন আমরা আসলে ইসলামেরই আনুগত্য স্বীকার করি। ঠিক তেমনি, তারা সেই কাফিরের (নায্জাসি) তার কাফির শত্রুদের উপর বিজয়ের জন্য দু’আ করেছিলেন, এই জন্য যে, তারা বিশ্বাস করতেন যে, এই সমর্থনে মুসলিমদের সুফল হবে।

এই বিষয় হলো কর্মের সাথে সম্পর্কিত এবং একটি আকীদাহ সম্পর্কিত বিষয়ের সামনে তা একটি গৌণ বিষয়। সুতরাং আমরা এর উপর অটল থাকার আশা করি।

এখন আরেকটি প্রশ্নঃ যদি আপনি নির্বাচনকে নিষেধ করেন, সেক্ষেত্রে আপনার জন্য কি অনুমোদিত হবে যে, আপনি কোন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার পরিবর্তে তার জন্য আল্লাহর কাছে দু’আ করবেন, যেন সে সংসদে আসন লাভ করে?

” এই হাদীসটি তিরমিযী শরীফে, আহমাদ এবং অন্যগুলোতে একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “হে আল্লাহ! আবু জাহল ইবনে হিশাম অথবা উমর এর মধ্যে থেকে যাকে আপনার পছন্দ হয় তাকে দিয়ে আপনি ইসলামকে ইজ্জত দান করুন।” তিনি বলেনঃ “এবং তাঁর নিকট সবচেয়ে পছন্দের ছিলেন উমর।” এই হাদীসটি তিরমিযীতে #৩৬৮১ তে “হাসান সহীহ গারীব” হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আলবানীর সহীহ আত-তিরমিযীতে #৩৬৮১ তে সহীহ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। “..... ইবনুল-খাত্তাব” বাক্যাংশটুকু যোগ করে আহমাদ শাকির এটাকে সহীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার তাখরীজে মুসনাদে আহমাদ এর খন্ড ৮/৬০, আশ-শাওয়াভিকি এটাকে সহীহ বলেছেন এবং ইবনে হিব্বান তার দু’আ-আল-মাকাসিদ আল-হাসানাহ এর ১১৩ এ স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এটা স্পষ্টতই একটি ভ্রান্ত ধারণা। এই আকাজ্ঞা কোন মুসলিমের মনে আসতেই পারে, সে ইচ্ছা পোষণ করল যেন অমুক অমুকের উপর বিজয়ী হোক মুসলিমের শত্রুর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে, যাতে যা উত্তম তা থাকে তার জন্য। এই বিষয়টি দু'আ সম্পর্কিত বিষয় থেকে ভিন্ন।

প্রকৃতপক্ষে, এই সবকিছু আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে কাউকে ভোট প্রদানের মাধ্যমে নির্বাচনের মানে হল নিজের পছন্দ অনুযায়ী একজন ইলাহকে বেছে নেওয়া। যেমনটা এই নির্বাচন প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনকারীদের লক্ষ্য ছিল। সুতরাং বলা যায় যে, ভোট প্রদান মানেই মনোনয়ন প্রক্রিয়া, তুমি কাউকে মনোনয়ন করলে স্রষ্টার প্রতিক্রিয়া হিসেবে।

সুতরাং তুমি এই একজনের জন্য ইচ্ছা পোষণ করেছ, তোমার জন্য এই একজনকে উলুহিয়াতের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করার ইচ্ছা পোষণ করার কারণ হলো যে, সে মুসলিমদের মধ্যে কম অনিষ্টকর, এটা একটা বিষয় এবং অন্য আরেকজনকে তোমার জন্য একজন রব হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করার ইচ্ছা পোষণ করা, সেটা আরেকটা বিষয়। আমি এই বিষয়টা আবার আলোচনা করছি, যাতে করে এটা সকলের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যখন তুমি কারো জন্য দু'আ কর, যদি আমরা বলি যে তুমি তার জন্য দু'আ করতে পার, তখন তুমি আল্লাহর নিকট দু'আ করেছ এই সাংসদকে অপর সাংসদের উপর বিজয়ী হবার জন্য, তুমি বেছে নিয়েছো সেই উপাস্য যে এই অন্যান্য (মিথ্যা) উপাস্যের চেয়ে কম খারাপ। সে একজন আইন প্রণেতা তবে তাদের জন্য অন্যদের থেকে কম খারাপ; এই বক্তব্য তাদের জন্য, তোমার জন্য নয়। কিন্তু সাংঘর্ষিক হবে যদি তুমি তাকে আইনপ্রণেতা হিসেবে মেনে নাও।

এর মানে এই যে, আমি দু'আ করতে পারি আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলার কাছে যে, “হে আল্লাহ! অমুককে প্রতিষ্ঠিত করো, কারণ সে তাদের জন্য তার পথভ্রষ্টতায় এবং তার কুফরীতে অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্টকর।” তবে তাকে তোমার ইলাহ হওয়ার জন্য ভোট দেয়া, সেটা আরেকটি বিষয়। এটা দেখা যাচ্ছে, পূর্বোক্ত বিষয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তোমার জন্য অনুমোদিত নয় যে, তুমি শাসিত হবে বা তুমি তোমার উপর একজন কাফিরের শাসক মেনে নেবে অথবা তুমি একজন কাফিরের শাসনকে স্বীকার করবে। কিন্তু এটা কি অনুমোদিত তোমার জন্য আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আ লার কাছে সেই কাফিরের জন্য দু'আ করা, যে মুসলিমদের ও মুসলিমদের নিকটবর্তীদের জন্য কম অনিষ্টকর এবং যে মুসলিমদের ক্ষতি করে না? উত্তর হলো, হ্যাঁ। কিন্তু, তুমি এই দু'আতে তাকে তোমার জন্য শাসক হিসেবে পছন্দ করবে না। কারণ যদি তুমি তাকে (কাফিরকে) পছন্দ করো তোমার জন্য শাসক হিসেবে, তাহলে তুমি কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলে। যে ব্যক্তি মুসলিমদের উপর একজন কাফিরের শাসক স্বীকার করে, সেও কিছুক্ষণের জন্য অবিশ্বাস করল, যা আলিমগণের কিতাবগুলোতে স্পষ্টত উদ্ধৃত রয়েছে। “আল-আক্বিদাতুত-ত্বাহাবী,”^{২২} শারহুল আক্বিদাতিত ত্বাহাবী” –ইবনু আবিল ইজ্জ আল হানাতী।^{২৩}

যদি তুমি বলো, “হে আল্লাহ! তুমি ওই কাফিরকে শক্তিশালী কর, যেন সে মুসলিমদের ক্ষতি না করে এবং তার লোকদের প্রতি উত্তমরূপে সাব্যস্ত হয়। ফলে তার লোকেরাও মুসলিমদের জন্য উত্তমরূপে সাব্যস্ত হয়” - এটা সম্পূর্ণ আরেকটি বিষয়।

^{২২} লেখক আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে আব্দিল মালিক আল-আজদি আল-হাজারি আল-মিশরী আত-ত্বাহাবী। তিনি ২৩৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩২১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে - ‘আল-আক্বিদাতুত ত্বাহাবী’, ‘শারহু মা’আনিয়িল আসার’, ‘শারহু মুশকিলিল আসার’, এবং ‘মুখতাসারুত ত্বাহাবী ফী ফিকহিল হানাতী’।

^{২৩} তিনি সাদরুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-আশারী আদ-দিমাক্বি আস-সালেহী আল-হানাতী, ইবনে আবীল-ইজ্জ নামে পরিচিত। জন্মঃ ৭৩১ হিজরী, মৃত্যুঃ ৭৯২ হিজরী। তার কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম - ‘আক্বিদাতুত ত্বাহাবী’ এর শারহ, ‘আল ইতবা’, ‘আত তায়ীহ আলা মুশকিলাতিল হিদায়াহ’ এবং ‘আন নূরুল লামী আলা মা ইয়ু'মালু বিহী ফিল জামি’

এই দুটো এখন আর পাওয়া যায় না।

তোমার জন্য তাদের মধ্য থেকে কাউকে নিকটবর্তী হিসেবে আশা করার বিষয় থেকে তোমার জন্য একটি ইলাহ পছন্দ করে নেয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কারণ মিথ্যে ইলাহরা হল কুফর এবং তারা তাদের কুফরী, মিথ্যাচার, তাদের ‘ফিসক’, তাদের ‘ফুজুর’ বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত।

এখানে এটা বলার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে যে, কোন ব্যক্তি বলল, “আমার ইলাহ মহান এবং তিনি আকাশে বিরাজমান”। এবং ওই ব্যক্তি তাকে কল্পনা করল শ্রদ্ধামণ্ডিত এক পুরুষ রূপে। এর সাথে পার্থক্য রয়েছে যদি একই ব্যক্তি বলে, আমার ইলাহ হলো গরু”। দুইটি ইলাহ এখানে মিথ্যে। কিন্তু পূর্বোক্তের সাথে পরবর্তীর পার্থক্য বিদ্যমান।

আলিমগণ ওয়াহদাতুল উজুদ এর লোকদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্মের ব্যাপারে ওয়াহদাত আল উজুদের লোকদের থেকে অপেক্ষাকৃত উত্তম। কেননা ওয়াহদাতুল উজুদের লোকেরা জমিতে দেয়া সারকে তাদের ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করে এবং হতে পারে তা নাজাসাহ (অপবিত্র)। অপরদিকে খ্রিষ্টানরা তাদের ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করে ঈসা (আঃ) কে, যা পূর্বোক্ত বিশ্বাস অপেক্ষা উত্তম।

তাহলে এর মানে কি এই যে, কাফিরদের মধ্যে কে উত্তম, সেজন্য এক ইলাহকে অন্য ইলাহ থেকে উত্তম ঘোষণা করব? আমার নিজের জন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে ঠিক করা কি আদৌ বৈধ হবে? এ ব্যাপারে বলা যায়, এই বিষয়ে প্রয়োজন উপস্থাপনায় সততা।

তাদের প্রতি আমাদের সঠিক অবস্থান কি হবে যারা এমন মতামত পোষণ করে যে, সাধারণ আইন পরিষদের নির্বাচনে ভোট প্রদান বৈধ?

লক্ষ্যনীয় যে, আইন পরিষদের নির্বাচনের বিষয়টি ফিকহের বিষয়ের সাথে নয় বরং তাওহীদের সাথে সম্পর্কিত। যারা এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে, তারা তা করে থাকে বেশ কয়েকটি কারণবশত। এরূপ দ্বিমত পোষণকারীরা বিভিন্ন স্তরের।

তাদের মধ্যে রয়েছে এমন সকল লোক যারা নির্বাচনকে অনুমোদিত মনে করে, কারণ তারা মনে করে না যে হুকুম হলো আল্লাহর জন্য বরং তারা মনে করে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আইনদাতা হিসেবে মেনে নেয়া যাবে, যদি তা মানুষের সম্মতিক্রমে হয়। এই বিষয়ে লক্ষ্য করা যায়, এমন কিছু জামা'আতের যারা ইসলামের দাবি করে। তারা বলে থাকে যে যদি অধিকাংশ মানুষ মানুষের আইন দ্বারা সন্তুষ্ট থাকে তবে আমরাও তাতে সন্তুষ্ট। আর এরাই হলো কাফির যদিও তারা ইসলামের দাবি করে।

আরো কিছু লোক আছে যারা নির্বাচনের সত্যতা জানে না এবং যেরূপ আলোচনা করেছে, তারা এটাকে একটি মাধ্যম হিসেবে দেখে। এরূপ চিন্তাকারী লোকদের সাথে অবিশ্বাসী বা উপরের লোকদের পার্থক্য খুব ক্ষীণ, কারণ এরাও সত্যকে উপলব্ধি করেনি। যেহেতু তারা সত্যটা জানে না তাই নির্বাচন নিয়ে তাদের উসূল সঠিক। কারণ তারা নির্বাচনকে শাসক নির্বাচনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। তাই তারা ভেবে নেয় যে রাষ্ট্র চালানোর জন্য অপেক্ষাকৃত ভালোকে বেছে নেয়ার এটি একটি মাধ্যম। এবং তারা এটি দেখতে পায় আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. কাজে যখন তিনি উসমান রা. সমর্থনে বলেন, “হে আলী! আমি উসমানের সমমাপের কাউকেও পাইনি, আপনিও নন, অন্য কেউ নয়।”^{১৪} অতঃপর সে

^{১৪} কাহিনীটি হলো এরকমঃ “সাহাবাদের গুণাবলীর বই” - “ বাইয়াতের ঘটনা এবং উসমান ইবনে আফফানের উপর সবাই একমত হওয়া”, অধ্যায়ে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন এবং একই অধ্যায়ে, উমার (রাঃ) এর আহত হওয়ার পর তাঁর পরে খালীফা নির্ধারণের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি গুরা গঠন করেছিলেন। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, উসমান এবং আলী ছাড়া আর তিনজন খালীফা হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করেন। হাদীসটির বর্ণনাকারী আমার ইবন মায়মুন বলেনঃ সুতরাং আব্দুর রহমান বললেন, তাই তোমাদের দুজনের মধ্যে কে প্রার্থী তাকে সমর্থনের জন্য তার রায় দিবে যাতে করে আমরা তাকে মনোনীত করতে পারি এবং আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা এবং ইসলামের দিকে সে রুজু হয় এবং যেন সে দেখতে পাবে যে তার চেয়ে আর কে বেশী ভালো হবে। সুতরাং উভয় সাবাহীই (উসমান এবং আলী) চুপ থাকলেন। সুতরাং আব্দুর রহমান বললেন, তোমরা দুজনেই এই ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দেবে এবং আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা আমার উপর সাক্ষী যে, আমি তোমাদের দুজনের মধ্যে ভালো জনকেই বেছে নিবো। তারা দুজনেই সম্মতি প্রদান করলেন। তাই

এটিকে একরকমের ভোটদান হিসেবে দেখে। তাই সে ভিন্নতা প্রকাশ করে। এটি ছাড়াও অনেকে এটাকে বৈধ মনে করে। সে এটিকে একটি দরজা হিসেবে দেখে ইসলামের আইন প্রণয়নের জন্য প্রবেশ করা যায়। ইসলামকে তুলে ধরার জন্য, আল্লাহর দিকে আহবানের জন্য, ইসলামকে সাহায্য করার জন্য। তাই এরা প্রথম লোকেদের চেয়ে একধাপ নিচে যারা সংসদকে আইন প্রণয়ন করতে দেয়ার যোগ্যতা খুঁজে পায়। এবং সংসদ দ্বারা প্রণীত আইনকে বৈধ মনে করে। কিন্তু এরা তৃতীয় স্তরেও নেই। তাই এরা মধ্যম।

বিষয়টি হচ্ছে আমরা এক একটি অবস্থানকে তার স্তর অনুযায়ী দেখি। কিন্তু এখানে একটি বিষয় চলে আসে, কেউ বলতে পারে আপনারা কেন তাকফীর করেন এবং তাদেরকে অজ্ঞতার অজুহাতে ছাড় দেন না?

আমি বলি, না। আমি প্রথমেই তাদের উপর তাকফীর করি না। যারা একে বৈধ বলেছেন আমরা তাদের উপর তাকফীর করি না। অথবা কেউ একজন এ কথা বলল যে আমি আল্লাহর আইনের উপর ভরসা করি, অতঃপর ভুল করে, তাদেরকেও আমরা তাকফীর করি না। কারণ, কেউ ভুল করলেই বা মতের বিরোধিতা করলেই তার উপর তাকফীর করা বিদআতিদের বৈশিষ্ট্য। আমরা বলি যে কেউ একজন ভুল করলে তাকে এ কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে যে ‘তুমি ভুল করেছো’। আমরা দেখি একটি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা

আব্দুর রহমান তাদের দুজনের একজনের হাত ধরে তুলে নিয়ে বললেন, আপনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আত্মীয় এবং সবার জানা মতে প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং আপনি আল্লাহর নিকট প্রতিজ্ঞা করুন এই মর্মে যে, যদি আমি আপনাকে মনোনীত করি তাহলে আপনি ন্যায় বিচার করবেন এবং যদি আমি উসমানকে মনোনীত করি তাহলে আপনি উসমানের আনুগত্য করবেন। এরপর তিনি উসমানের একটি হাত তুলে নিলেন এবং তাকেও একই কথা বললেন। এরপর যখন তিনি তার অঙ্গীকারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করলেন, তিনি বললেন, হে উসমান! আপনার হাতটি বাড়িয়ে দিন। তখন আব্দুর রহমান তার হাতে বাইয়্যাত নিলেন এবং এরপর আলী তার হাতে বাইয়্যাত নিলেন এবং এরপর পর্যায়ক্রমে সর্বসাধারণ সেই ঘরে প্রবেশ করলো এবং উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) এর হাতে আনুগত্যের বাইয়্যাত নিলেন।” হাদীস #২৭০০

(ভোটদানের বৈধতা ইত্যাদি) বিষয়ে এই কারণে ফাতওয়া দেয় যে, তারা (গণতন্ত্রের) সত্যতার বিষয়ে অজ্ঞ, আরো অনেকে আছে যারা বলে, তোমার অভিপ্রায় আন্তরিক হলে এটি বৈধ যদি। তাই মনে হয় যে সে এমন একটি বিষয়ে কথা বলছে যা মূলতঃ বৈধ কিন্তু অভিপ্রায়ের সংশোধনের দরকার আছে। কারণ অভিসন্ধির সংশোধনী আলোচিত হয় বৈধ বিষয়ে, যেমন আপনি যদি বলেনঃ সঠিক উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করেন।

তাই আমরা বলি না যে তারা অবিশ্বাস করেছে বরং আমরা তাদের অজ্ঞতার অজুহাত দেই, কারণ সত্যিকার অর্থে, তারা বৈধতার ফাতওয়া দিয়েছেন কুফর এর ফাতওয়া দেননি। কিন্তু তারা ভুল বুঝেছেন, প্রকৃত সত্যকে বুঝতে ভুল করেছেন।

এটি ইতিহাসে অনেকবার ঘটেছে। এটি আমাদের জন্য বলা বৈধ যে যারা কিছু দ্রব্যের ভোগকে বৈধতা দিয়েছেন, অর্থাৎ যখন লোকেরা কাত^{২৫} নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন, কিছু লোক বলেছিলেন এটি হালাল এবং কিছু লোক বলেছিল এটি হারাম। যারা এটিকে হালাল বলেছিলেন (এই জন্য বলেছিলেন) যে তারা এটিকে মাদক হিসেবে দেখেননি, আর যারা এটিকে হারাম বলেছিলেন তারা এটিকে নেশাদ্রব্য হিসেবে দেখেছিলেন। নিশ্চয়ই, যে কোন একদল সঠিক।

^{২৫} ক্বাত, আরো পরিচিত খাট, ঘাট, চাট এবং মিররা নামে। উত্তর আফ্রিকার গরম আবহাওয়ায় জন্ম নেয়া এটি একটি পুষ্পময় গাছ। শতাব্দীকাল যাবৎ আরব উপদ্বীপ এবং সোমালিয়াতে খাট মাদকদ্রব্যের উপকরণ হিসেবে উৎপাদন করা হয়ে থাকে। এর তাজা পাতা এবং শীর্ষ চিবানো হয় এবং মাঝে মাঝে শুকিয়ে চা করা হয়। আনন্দাদায়ক এবং সতেজতা পাবার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। যারা ক্বাত এর নিষিদ্ধতার কথা বলেছেন, তারা হলেনঃ আহমাদ ইবনে হাজার আল হাইসামী তাঁর বই ‘তা’সীরুস সুকাত মিন আকলিল কাফতাতা ওয়াল ক্বাত’, আবু বকর ইবনে ইবরাহীম আল মুকরী’ আল হারায়ি আশ শাফেয়ী তাঁর কিতাব ‘তাহরীমুল ক্বাত’, শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আদবুল লাতিফ, শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আদবুল্লাহ ইবনে বাজ, শাইখ আবুল হাসান মুসতফা ইবনে ইসমাঈল আস সুলাইমানী, শাইখ মুকবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদী, এবং শাইখ আবু নাসর মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল ইমাম।

কাত নিয়ে যে দুইদলের মধ্যে ইখতিলাফ ছিল তাদের মধ্যে যারা হারাম বলেছিল তাদের উদ্দেশ্যে এটা বলা কি বৈধ হবে যে “আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তুমি তা হারাম করতে চাইছ, তাই তুমি অবিশ্বাসী বলে গণ্য হবে”? এবং আর যারা হালাল বলেছিল তাদেরকেও এটা বলা যাবে না যে “আল্লাহ্ যা হারাম করেছিলেন তোমরা তা হালাল বলছো, সুতরাং তোমরা অবিশ্বাসী” এখানে বিষয় হচ্ছে যে সত্যটাকে বোঝার পার্থক্য, অথচ তারা মূলে একমত।

আমি আশা করি আমি বিষয়টি পরিস্কার করতে পেরেছি, যদিও আমার মনে হয় পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতার কারণে আলোচনাটি অনেক সংক্ষিপ্ত।

তিনি বলেনঃ দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে; আপনি সহৃদয় যা আমাদের সামনে উপস্থাপন করলেন শ্রদ্ধেয় শাইখ, এর উপর ভিত্তি করে সে ব্যক্তির পিছনে সালাত পড়ার রায় কি হবে যে এটিকে বৈধ মনে করে? এক্ষেত্রে যিনি পিছনে সালাত আদায় করছেন তাকে কি পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে, নাকি তা মাকরুহ, নাকি তাতে কোন অসুবিধা নেই?

এই সবকিছুই নির্ভর করে অবস্থা জানার উপর। সে যদি ভুল করে থাকে, ভুল করে থাকে নির্বাচনকে বুঝতে, তবে এর পেছনে আমরা সালাত পড়ব এবং এই বিষয়ে কোন অসুবিধা নেই, কোন অপছন্দনীয়তাও নেই, এমনকি কোন বিশেষ অগ্রাধিকারও নেই। মানে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমরা সামনে ঠেলে দিব না, অন্য কোন কারণ ব্যতীত যা এই কারণ নয়।

যারা এটিকে বৈধ মনে করে কারণ তারা বিশ্বাস করে মানুষের নিজের আইন প্রণয়নের বৈধতা আছে এবং সংসদ যা বলে আমরা তা মেনে নেই, তবে সেসকল লোকদের ক্ষেত্রে এদের পেছনে আমরা একেবারেই সালাত পড়বো না। এবং এই সালাত অপছন্দ (মাকরুহ) নয়, বরং নিষিদ্ধ (বাতিল)। আমরা এদের পিছনে সালাত পড়ি না।

যে বলে যে আমরা সংশোধনের জন্য এতে প্রবেশ করি এবং আমরা জানি যে তা কুফর, আমরা এভাবে বিশ্বাস করি না এবং আমরা এভাবে কামনাও করি না। তবে এরূপ ব্যক্তির জন্য আমরা নির্বাচনের বিষয়ে যাবো না এবং সেই সাথে তার সাথে সংশ্লিষ্ট সাংসদ যা প্রণয়ন করছে সে বিষয়েও যাবো না; বরং সংবিধান যা বলছে তা না দেখে আমরা দেখবো যে সে কিসে বিশ্বাস করে। আমরা এরূপ ব্যক্তিদের পিছনে সালাত আদায় করবো যদিও ইমামাতের জন্য অন্যরা তাদের চেয়ে বেশী যোগ্য।